গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৮ অক্টোবর - ৩ নভেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভূকম্প দুর্গতদের পর্যাপ্ত রিলিফ ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

৮ অক্টোবর '০৫-এর ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে পাকিস্তানের মুজফ্‌ফরাবাদ, বাগ, রাওয়ালকোট এবং ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও জনগণের সহায়-সম্পদের বিপুল ধ্বংসে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ওইদিন এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দিয়ে জনগণকে সতর্কিত করে তাদের জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংস যতটা সম্ভব কম করার জন্য বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতির এই যুগেও যে কোনও উদ্যোগ নেই, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, ভূকম্পজনিত এই ভয়াবহ বিপর্যয় আবার দেখাল যে, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল সাধারণ মানুষ পায় না, তা মুনাফার স্বার্থে কাজে লাগায় একচেটে পুঁজিপতিরা।

তিনি ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারের কাছেই দাবি জানিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংসের ব্যাপকতা কমাতে দুই সরকারই যত্নবান হয়। সাথে সাথে এখনও জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার, আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন, নিহত ও আহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্যোগী হতে কমরেড মুখার্জী দাবি জানিয়েছেন।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বন্যাকবলিত মানুষদের উদ্ধার ও সর্বদলীয় কমিটি করে রিলিফ বণ্টনের দাবি

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ অক্টোবর বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

"অতিবৃষ্টি সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এইভাবে ব্যাপক প্লাবন, ফসল নষ্ট, বাড়ি ধ্বসে পড়া ও প্রাণহানি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হত না যদি জল নিকাশির উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকত।

অধিকাংশ জায়গায় উদ্ধার কার্যে চরম গাফিলতি, রিলিফ পাঠানো ও বণ্টনে ব্যাপক গড়িমসি ও দুর্নীতি ঘটছে। বিডিও এবং পঞ্চায়েতগুলি সরকারি দলের স্বার্থে ও নির্দেশে চলায় প্রকৃত দুর্গত মানুষ রিলিফ পাচ্ছে না, যারাও পাচ্ছে তা নামমাত্র। পরিশ্রুত পানীয় জল না থাকায় মহামারীর আশংকাও দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থায় আমরা দাবি করছি — ১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য ও রিলিফ বণ্টন করতে হবে, ২) সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে রিলিফ বণ্টন করতে হবে, ৩) ফসলের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও ভেঙেপড়া বাড়ি পুনঃনির্মাণে আর্থিক সাহায্য সরকারকে দিতে হবে, ৪) পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ও মেডিকেল টিম পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে, ৫) জল নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।"

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে এস ইউ সি আই কর্মীরা উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালাচ্ছেন

ভূকম্প দুর্গতদের ত্রাণ দিতে নয় সরকার ব্যস্ত কূটনীতির খেলায়

সম্প্রতি 'কাটরিনা' নামক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে আমেরিকায় সাধারণ মানুষের প্রতি শাসকদের নির্মমতায় যখন গোটা বিশ্ব ধিক্কারে আলোড়িত, ঠিক তখনই ৮ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলে ঘটে গেল ভয়াবহ ভূমিকম্প। মৃত্যু হল হাজার হাজার মানুষের। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প এবং কাটরিনার নির্মম অভিজ্ঞতার পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আশা করেছিল, জম্মু-কাশ্মীরে ভারত সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়া মানুষকে বাঁচাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। ভূমিকম্পের পরে জম্মু-কাশ্মীরের অসামরিক প্রশাসন অথবা রাজ্য সরকারের অস্তিত্বই যেমন দেখা যায়নি, তেমনি যে তৎপরতার সাথে সেনাবাহিনীকেও পূর্ণশক্তি দিয়ে নামানো দরকার ছিল, তা হয়নি। ফলে দূরতম এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দলের পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব হয়েছে ; ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েও বেশ কয়েকদিন যাঁরা জীবিত ছিলেন, শেষপর্যন্ত তাঁদেরও বাঁচানো যায়নি। যত দিন গেছে ততই মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। ত্রাণবন্টন নিয়েও দূর-দূরান্তের গ্রামগুলির বিপর্যস্ত মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক দলের নেতারা কাছাকাছি এলাকাগুলিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছাবার কোনও চেষ্টাই তাঁদের নেই।

অধিকৃত কাশ্মীর সহ পাকিস্তানেই ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। প্রাণ হারিয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ। গুরুতর আহত লক্ষাধিক। গৃহহীন প্রায় চল্লিশ লক্ষ, যার অর্ধেকই শিশু। ত্রাণের ও উদ্ধারের কাজে পাকিস্তান সরকারের গাফিলতিও ছিল একইরকম — সেই একই বিলম্ব, অবহেলা, সাধারণ মানুষের প্রতি একই নির্মমতা। এমনকী উদ্ধার এবং ত্রাণ — কোনটি আগে করবে, সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই তারা বেশ কিছু সময় নষ্ট করেছে। ফলে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়েছে। ভারত ও পাক দুই সরকারই বেশি তৎপর রাজনৈতিক-কূটনৈতিক খেলায়। পাকিস্তানের মানুষ যখন দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট মুশারফ তখন রোজ বাণী দিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেশি ব্যস্ত সীমান্তের ওপারে ঢোকার জন্য, কূটনৈতিক বাজিমাত করাই যার পিছনের উদ্দেশ্য।

অথচ ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে উভয় দেশেরই সরকারের এই চূড়ান্ত দুরবস্থা অনিবার্য ছিল না। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই নিজেদের বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী বলে দম্ভ প্রকাশ করে। উভয় দেশই প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করে। বিগত বছরে অস্ত্র আমদানিতে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমেরিকার সাথে ভারতের নিয়মিত যৌথ সেনা মহড়া চলছে। অতি সম্প্রতি ভারত-রাশিয়া যৌথ সেনা মহড়ায় ভারতীয় সেনাদের দক্ষতায় 'মোহিত' হয়ে গেছেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তাহলে প্রতিরক্ষা মানে কি শুধু বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা ? ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করা কি সরকারের দায়িত্ব নয় ? দেশ আক্রান্ত হলে মানুষের যে ক্ষতি হয়, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি তার চেয়ে কম ক্ষতি করে ? তবে কেন সেনাবাহিনীকে সাথে সাথে নামানো হল না ? কেন বিধ্বস্ত পথঘাট, বৃষ্টি ও তুষারপাতকে অজুহাত করে অযথা উদ্ধারে বিলম্ব ঘটল ? কেন সেনাবাহিনীর এই প্রশংসিত দক্ষতাকে কাশ্মীর উপত্যকার দুর্গম অঞ্চলগুলিতে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে লাগানো হল না ? কেন

সাতের পাতায় দেখুন

প্রথম স্টেজে ভাড়া আমেদাবাদে ১ টাকা, দিল্লি-চেন্নাইয়ে ২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে ভাড়া কেন বেশি হবে

বিক্ষোভ আন্দোলন ঠেকাতে পূজার মুখে অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে রাজ্যের সি পি এম সরকার কর-দর-মূল্যবৃদ্ধি ও তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত মানুষের উপর আবারও বাসের ভাড়াবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিল। ভাড়া বাড়ানো হল প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা। বাসে উঠলেই এখন দিতে হবে ৪ টাকা ভাড়া। যখন বেকারি, ছাঁটাই ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে কোনক্রমে সংসার প্রতিপালন করতেই মানুষের জীবন জেরবার, সেইসময় ভাড়া বাড়ালে মানুষের যে কী দুর্দশা হবে, সরকার তা একবারও ভেবে দেখল না। যে পরিবারে দুই-তিনজনকে স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়, তাদের মাসিক খরচ কত বাড়ল, এই টাকা কোথা থেকে আসবে, সরকার তা ভেবে দেখেছে কি ? যাদের একাধিকবার বাস বদল করে যাতায়াত করতে হয়, তাদের অবস্থা আরও সঙ্গীন।

ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে সরকারের বক্তব্যে স্বচ্ছতা থাকলে চালাকির রাস্তা নিতে হত না। ভাড়াবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবারের মতো সরকারের যুক্তি হল, তেলের দাম বেড়েছে, ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় কী ? কিন্তু তেলের দাম কি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বেড়েছে ? সারা দেশেই বেড়েছে। তা সত্ত্বেও যেখানে এখনও আমেদাবাদে প্রথম স্টেজে ভাড়া ১ টাকা, দিল্লি-চেন্নাই ও কর্ণাটকে ২ টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশে-ত্রিবান্দ্রমে ২.৫০ টাকা, গৌহাটি-পাটনায় ৩ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বাসে উঠলেই ৪ টাকা ভাড়া দিতে হবে কেন ? ওই সমস্ত রাজ্যে কি লোকসানে বাস চলে ? লাভ করেই তারা বাস চালায়। তাহলে ওই রাজ্যগুলির চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে দেড়গুণ, দ্বিগুণ বেশি ভাড়া হবে কেন ? তাছাড়া দিল্লি-চেন্নাইয়ের মতো শহরগুলিতে কলকাতার মতো গাদাগাদি করে বাসে যাতায়াত করতে হয় না। ওই বাসগুলিতে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি। কম যাত্রী বহন করে, যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে, কম ভাড়ায় তারা যদি বাস চালাতে পারে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে তা হবে না কেন ? আবার ভাড়া যদি বাড়াতেই হয়, তাহলে কত বাড়ানো দরকার, কী দিয়ে তা ঠিক হবে ? ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ২.০৭ টাকা আর পেট্রলে ৩.১১ টাকা। এ'জন্য বাসপ্রতি দৈনিক খরচ যত বৃদ্ধি হয়েছে তাকে

সাতের পাতায় দেখুন

বিভিন্ন রাজ্যে বাসভাড়া

দিল্লি	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
চেন্নাই	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
কর্ণাটক	—	২.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
গৌহাটি	—	৩.০০ টাকা প্রথম স্টেজ
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ
পাটনা	—	৩.০০ টাকা ৬ কিমি পর্যন্ত
ত্রিবান্দ্রম	—	২.৫০ টাকা প্রথম স্টেজ
আমেদাবাদ	—	১.০০ টাকা প্রথম স্টেজ

আর পশ্চিমবঙ্গে? বাসে উঠলেই — ৪.০০ টাকা।

জনযুদ্ধ দমনের নামে শালবনিতে পুলিশ ও সিপিএমের লাগামছাড়া সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে ১৫ কি মি পদযাত্রা

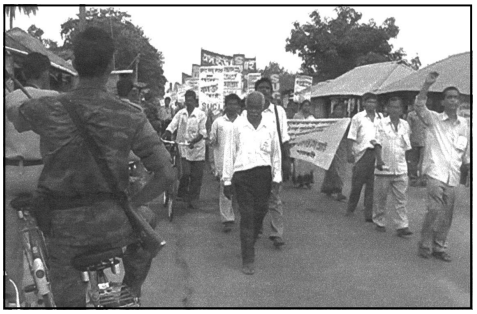

একদিকে সিপিএমের সন্ত্রাস, অন্যদিকে বাড়ি বাড়ি পুলিশি হানা, বন্দুক উঁচিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ, খানাতল্লাসি, গ্রেপ্তার, লুটপাট সব মিলিয়ে মেদিনীপুরের শালবনী এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কবলে। জনযুদ্ধ গোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে প্রশাসনিক দমনপীড়নে স্তব্ধ করার জন্য সিপিএম সরকার গোটা শালবনী থানা এলাকা পুলিশে পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে। এলাকার বিভিন্ন স্কুল দখল করে পুলিশবাহিনী গভীর রাতে গ্রামে ঢুকে নিরীহ মানুষদের গ্রেপ্তার করছে, ঘর-বাড়ি ভাঙচুর করে তছনছ করে দিচ্ছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি পর্যন্ত করছে। সিপিএম বেছে বেছে বিরোধী দলের বিশেষ করে এস ইউ সি আই কর্মীদের নামের তালিকা পুলিশদের দিচ্ছে। পুলিশ অনুগত ভৃত্যের মত হুকুম মেনে কাজ করছে। পুলিশের বর্বরতা সীমা ছাড়াচ্ছে প্রতিদিন। পাথরপাড়া গ্রাম থেকে মানিক মাহাত ও লাল্টু মাহাতকে গ্রেপ্তার করে সারাদিন হয়রানি করেছে পুলিশ। তাদের ঘরে জনযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আছে এই অজুহাতে তল্লাসি চালানোর নামে পুলিশ বাড়ির তৈজসপত্র তছনছ করেছে। ঐ গ্রামের বঙ্কিম মাহাতর বাড়িতে একইভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছে। তাঁর ঘর থেকে ৩০০ টাকার ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তিনজনের হাত ভেঙে দিয়েছে। এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের চাপে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা ৪০,০০০ টাকা চিকিৎসার জন্য দিতে বাধ্য হয়েছে। পরে পুলিশ তাদের অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এদিকে সিপিএম ষড়যন্ত্র করে এক কালিপদ মাহাতর বাবার নাম পরিবর্তন করে এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় নেতা কালিপদ মাহাতকে ঐ কেসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

মানুষ চিরকাল পড়ে পড়ে মার খায় না, মাথা তুলে দাঁড়ায়। পুলিশ ও সিপিএমের যৌথ সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে শালবনী মাথা তুলছে। ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রামবাসীরা দীর্ঘ ১৫ কিলোমিটার পদযাত্রা করে সন্ত্রাস বন্ধের দাবি জানিয়েছে। শালবনী থানার ভীমপুর স্কুল চক থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ পঞ্চানন প্রধান, দেবেন হেমব্রম, দিলীপ দাস, কালিপদ মাহাত, সীতারাম মাহাত, প্রমোদ মাহাত, অনাদি মাহাত প্রমুখ। পিড়রাকুলি ও পাথরপাড়া গ্রামে গ্রামবাসীরা পদযাত্রীদের সরবত ও বিস্কুট খাইয়ে সম্বর্ধনা জানায়। বহু মানুষ বলেন, এই পদযাত্রা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি সাহসী পদক্ষেপ। ঐ সমাবেশে এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান বলেন, স্থানীয় ভীমপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সর্বক্ষণের ডাক্তার নেই, ভীমপুর স্কুলে শিক্ষক অশিক্ষক মিলিয়ে ১০টি পদ শূন্য, গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের সঙ্কট, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। এসব সমস্যার কথা তুললে সরকার বলে টাকা নেই, অথচ পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ করে দিয়ে গ্রামবাসীদের হেনস্থা করতে সরকারের টাকার অভাব নেই। পুলিশ কার স্বার্থ রক্ষা করছে? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

গ্রামে গ্রামে এস ইউ সি আই'র মিছিল মিটিং-এ জনসাধারণ উত্তরোত্তর এগিয়ে আসছে। পাথরপাড়ার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সীতারাম মাহাত, অশোক মাহাত, গোড়ানলীর সোমনাথ মাহাত, পিড়রাকুলির সুশীল মাহাত, গাডরার প্রমোদ মাহাত, কন্যাবালির লাল্টু মাহাত, আঁধার পাড়ার মতিলাল মাহাত প্রমুখ সিপিএম সহ অন্যান্য দল থেকে আসা ব্যক্তিদের উদ্যোগে এলাকায় বহু মানুষ এস ইউ সি আই পরিচালিত আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে। এদিনের পদযাত্রা ছিল তারই ফলশ্রুতি। সমস্যা মানুষকে সমাধানের আন্দোলনে এভাবেই ঠেলে দেয়। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন মানুষকে দেখাচ্ছে মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার পথ।

গুজরাট ও ওড়িশায় কলেজ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও'র জয়

গুজরাটে ডাঙ জেলার সদর শহরে অবস্থিত আওহা ডিগ্রি কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এই জেলা বিগত বছরগুলিতে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল সংখ্যালঘু খ্রীস্টান সম্প্রদায় ও চার্চগুলির উপর সংঘ পরিবারের লাগাতার আক্রমণের ঘটনায়। এই কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে বিজেপির বিদ্যার্থী পরিষদ এবং কংগ্রেসের এন এস ইউ আই প্রার্থীকে পরাস্ত করে এ আই ডি এস ও প্রার্থী কমরেড দ্বিভেশ প্যাটেল সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এ আই ডি এস ও প্রার্থীকে পরাস্ত করার জন্য উক্ত দুটি সংগঠন জলের মত অর্থ ব্যয় করেছে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে, তথাপি এ আই ডি এস ও'র পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন আটকাতে পারেনি।

শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র ধারাবাহিক সংগ্রাম ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সমর্থন লাভ করে। দক্ষিণপন্থী বিজেপি শাসিত রাজ্যে এ আই ডি এস ও'র এই জয় বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে ভাল সাড়া ফেলেছে।

ওড়িশার সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন র‍্যাভেনস কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজু জনতা দলের এবং কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠনকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা সভাপতি, সহ সম্পাদক সহ আরও ৪টি পদে জয়ী হয়েছে। সাধারণভাবে শিক্ষার সমস্যা এবং বিশেষ করে কলেজের সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সমর্থনে এই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য গত বছর কর্তৃপক্ষ সংগঠনের চার জন ছাত্রকে বহিষ্কার করেছিল। তাদের মধ্যে নবনির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন। এই জয় প্রমাণ করল কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীরা মেনে নিতে পারেনি। শিক্ষাপ্রেমী মানুষের আশা, এ আই ডি এস ও'র এই জয়ে শিক্ষা আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

সালিম ঃ শিল্পায়নের ভাঁওতা

এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"সালিম গোষ্ঠীর প্রধান কর্তা বেনি সান্তোসার কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে সি পি এম সরকার যেভাবে গোপনীয়তার আশ্রয় নিল, সেটাই প্রমাণ করে যে, সালিম-সি পি এম সমঝোতার বিষয়টি মোটেই স্বচ্ছ নয়। কৃষকের জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে সালিমকে দিয়ে ধনীর বিলাসনগরী বানাবার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ধূমায়িত জনরোষের ফলেই যে সরকারকে এমন নিন্দনীয় গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত, সি পি এম সরকারের দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী চরিত্রকে আড়াল করতেই শিল্পায়নের ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে এবং উলুবেড়িয়ায় স্কুটার কারখানার ধূয়া তোলা হয়েছে। সরকারের এই প্রতারণামূলক জনবিরোধী ভূমিকার আমরা তীব্র নিন্দা করছি।"

বিলাসনগরী বানাতে কৃষকের জমি
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালিত

সালিম গোষ্ঠীকে হাজার হাজার একর কৃষিজমি দেওয়ার সরকারি চুক্তির প্রতিবাদে শ্রএস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ অক্টোবর জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে পথসভা, মিছিল প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বারুইপুর এস ডি ও অফিসে পাঁচ শতাধিক কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষ এক বিক্ষোভে সামিল হয়। সালিম গোষ্ঠীকে কৃষিজমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, ভাঙা নদীবাঁধ সংস্কার, সেচের জন্য জলাধার নির্মাণ, খাল খনন, মজে যাওয়া খাল সংস্কার, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে লোনা জলকে মিঠে জলে পরিণত করা, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পস্থাপন, বি পি এল এবং মাথাপিছু রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে এস ডি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড্স পাঁচু নস্কর, সুজাতা ব্যানার্জী, প্রদ্যোত চক্রবর্তী, সুশীল মণ্ডল, দিব্যেন্দু মুখার্জী প্রমুখ। এরপর একটি সুসজ্জিত মিছিল বারুইপুর শহর পরিক্রমা করে। এস ডি ও অফিস মোড়, কাছারি বাজার মোড় এবং স্টেশন চত্বরে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড্স সুবীর দাস, প্রতাপ নস্কর, জয়দেব সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও বহু মানুষ আগ্রহের সাথে দলের বক্তব্য শোনেন।

ডি এস ও কর্মীদের বিরুদ্ধে
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

সম্পূর্ণ আচমকা গত ৫ অক্টোবর এস এস কে এম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ চারজন সুপরিচিত ডি এস ও সংগঠককে হোস্টেল ছাড়ার নোটিশ দেয়। কর্তৃপক্ষ অভিযোগ আনে ডি এস ও সংগঠকরা নাকি র‍্যাগিং করেছে। আক্রান্ত ছাত্র সংগঠকরা মেডিকেল ছাত্রমহলে লড়াকু এবং ন্যায়পরায়ণ হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত, শিক্ষক-চিকিৎসকদের প্রিয় এবং স্নেহভাজন। এরা মেডিকেল হোস্টেলে এস এফ আই মাতব্বরদের মদ্যপান এবং নবাগতদের উপর র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শাসকদলের বিরাগভাজন হয়েছিল। মেডিকেল ছাত্রমহল এবং রাজ্যের বামপন্থী জনগণ জানেন, গত বছর রাজ্য সরকার যখন এন আর আই কোটার নামে, জয়েন্ট-পাস মেধাবী ছাত্রদের বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মেডিকেল শিক্ষার সিট বিক্রি করার চেষ্টা করে, তখন ডি এস ও-র উদ্যোগে যে তীব্র ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, আক্রান্ত চারজন ডি এস ও সংগঠক তার সামনের সারিতে ছিল। শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার হেরে যায় এবং বঞ্চিত জয়েন্ট-পাস ছাত্রদের ভর্তি করতে বাধ্য হয়। সে সময়ে অন্যায় চাপতে না পেরে রাজ্য সরকার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সরকারের খয়ের খাঁ আমলারা যেভাবে অপদস্থ হয়েছিলেন তা রাজ্যের মানুষের স্মরণে আছে। স্বভাবতই সেই আন্দোলনের অগ্রণী ছাত্র সংগঠকদের ন্যূনতম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে হোস্টেল ছাড়া করার চেষ্টাকে ছাত্ররা মেনে নেয়নি। অনেকেই মনে করেছেন, ডি এস ও-র প্রতিবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ছাত্রসংগঠকদের সরিয়ে হোস্টেলে এস এফ আই-এর অবাধ প্রতিপত্তি কায়েম করাই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। মেডিকেল ছাত্ররা এও জানে যে, এস এফ আই-এর প্রত্যক্ষ মদতে আর জি কর হাসপাতালে পর্নোগ্রাফিক ছবি ও নোংরামির বেসাতির পরিণতিতে কীভাবে মেধাবী ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যার অপরাধীরা আজও শাস্তি পায়নি। ডি এস ও থাকলে হোস্টেলে সুষ্ঠ পঠন-পাঠনের পরিবেশ রক্ষার জন্য জোরদার চেষ্টা থাকবে এটাও ছাত্রছাত্রীদের জানা। তাই কর্তৃপক্ষের আক্রমণের মুখে চার ডি এস ও সংগঠকের শাস্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ছাত্রছাত্রীরা।

হোস্টেলের প্রথম বর্ষের প্রতিটি ছাত্র লিখিতভাবে কলেজের ডিরেক্টরকে জানিয়েছে, র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে ডিরেক্টরের ঘরে লাগাতার অবস্থান করে। অবশেষে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করে অভিযোগ প্রত্যাহারে বাধ্য হয়।

এ আই ডি এস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সম্মেলন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর এ আই ডি এস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগে এক সপ্তাহ ধরে সদস্য সংগ্রহ করা হয়। ঐদিন সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ব্যানারে পোস্টারে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। 'শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি চলবে না', 'সেল্ফ-ফিনান্সিং কোর্স বাতিল করো', 'বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু কর' প্রভৃতি দাবিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। সভায় প্রধান বক্তা এ আই ডি এস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তমাল নন্দ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষাসংকোচনকারী নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার সাথে সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যবিভাগ তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে, ছাত্রদের ফি বাড়িয়ে শিক্ষকদের পেনশন ফান্ড গঠনের বিরুদ্ধে, আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে, আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে, ক্যাম্পাসে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে এ আই ডি এস ও'র সাফল্যের দিক তুলে ধরেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। কমরেড রাজগোপাল দাসকে সভাপতি ও কমরেড সরিফা খাতুনকে সম্পাদিকা করে ১৩ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সোভিয়েট মৈত্রী সংঘের

দ্বিতীয় বিশ্বসম্মেলন

''ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল ফর ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড সলিডারিটি উইথ সোভিয়েট পিপল'' সংগঠনের দ্বিতীয় বিশ্বসম্মেলন গত ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত থেকে একমাত্র আমন্ত্রিত রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিনিধি হিসাবে দলের সেন্ট্রাল স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। সম্প্রতি গুরুতর অগ্নিকাণ্ডে — যার নেপথ্যে অন্তর্ঘাত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা — দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর জনগণের অর্থে পুনর্গঠিত ''ফ্রেন্ডশিপ হাউস'' ভবনে দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বতন সোভিয়েট ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগুলি এবং যুগোশ্লাভিয়া, শ্রীলঙ্কা সহ ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধি সহ ভারত, ব্রাজিল, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বাংলাদেশ, জার্মানি, স্পেন, কঙ্গো, গ্রেট ব্রিটেন, সেনেগাল, ফিলিপাইনস, ইতালি, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ব্রাজিল থেকে গিওভান্নি ভিয়েরিয়া, চিলির দাঙ্কো, কার্পেথিয়ানদের পক্ষে মিশেল রিশালকা ও রাশিয়া থেকে নীনা আন্দ্রিয়েভা উপস্থিত থাকতে না পারায় লিখিত বার্তা প্রেরণ করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সোভিয়েট জনগণের সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে কানাডায় ইন্টারন্যাশানাল কাউন্সিল ফর ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড সলিডারিটি উইথ সোভিয়েট পিপল-এর প্রথম বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার পক্ষ থেকে মাসিক পত্রিকা 'নর্থ স্টার কম্পাস' প্রকাশ করা হয় ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।

ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র এস ইউ সি আই দলই আমন্ত্রিত ছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য কমরেড রিক এসগুয়েরা। সংগঠনের চেয়ারম্যান ও নর্থ স্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদক কমরেড মাইকেল লুকাস প্রতিনিধিদের পরিচয় করান। কংগ্রেস পরিচালনার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি প্রেসিডিয়াম নির্বাচিত হয়। কমরেড মাইকেল লুকাস সম্মেলনের মূল প্রস্তাব পেশ করেন। মূল প্রস্তাবে প্রথম বিশ্বসম্মেলনের (২০০১) পরবর্তী পর্যায়ে অর্জিত সাফল্য এবং সংগঠনের সীমাবদ্ধতার দিকগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া সংগঠনের নামকরণে সোভিয়েট শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, ''সংগঠনের লক্ষ্য কেবল রাশিয়ান জনগণই নয়, সমগ্র সোভিয়েট জনগণের সঙ্গে মৈত্রী।'' রাশিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত সাথী সংগঠন — রাশিয়ান সোসাইটি ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ নাম রাখলেও তিনি বলেন — ''আমরা সোভিয়েট শব্দটিই ব্যবহার করেছি, না হলে আমাদের ১৫টি পৃথক পৃথক মৈত্রী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা মনে করি, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৫টি পৃথক দেশে বিভক্ত হওয়ায় ওখানেও আমাদের সহযাত্রী হিসাবে প্রতিটি রিপাবলিকে সোভিয়েট সোসাইটি ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ গড়ে তুলে, সেগুলির কর্মকাণ্ড এক সূত্রে গ্রথিত করার জন্য মস্কোতে একটি কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল গঠন করতে হবে।'' পর্যাপ্ত আলোচনার পর মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এর পর পাঁচ সদস্যের একটি রেজলিউশন কমিটি নির্বাচিত হয়, যার অন্যতম সদস্য হন কমরেড মানিক মুখার্জী। রাশিয়ান সোসাইটি ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ-এর পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান কমরেড ভ্লাদিমির চেচেনৎশেভ এবং কমরেড ভিক্টর বাউরেনকভ ও কমরেড গিওর্গি তিখোনফ রিপোর্ট পেশ করেন। এছাড়া রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে আরও সাত জন প্রতিনিধি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 'জাশিতা'র পক্ষ থেকে ভ্লাদিমির নিকিফোরভ প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর বিকালের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন এবং সেই বক্তব্যের উপর প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়। সর্বপ্রথম বক্তব্য রাখেন কমরেড মানিক মুখার্জী। (তাঁর ভাষণটি পৃথকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।) বাংলা দেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে যোগ দেন ঐ দলের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। তিনি বলেন — ''মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজোড়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত। ১৯৮৯-৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর বিশ্বশক্তিসমূহের ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটেছে ও তা সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে ঝুঁকে পড়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলি নির্লজ্জভাবে বলছে — যদি কোন দেশকে তারা মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে, তবে যে কোন সময় ''সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের'' নামে সে দেশের উপর মিলিটারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার অধিকার তাদের আছে ... অভূতপূর্ব সঙ্কটে জর্জরিত বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং নিজস্ব জাতীয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে-কোন মূল্যে তথাকথিত বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী বাজারে নিজস্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। আমার দেশ, বাংলাদেশও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার, আমরা গভীর বিপদের মধ্যে রয়েছি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সুকৌশলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটি গড়তে চাইছে। আমাদের দেশের হাইড্রোকার্বন সম্পদ (প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি) দখল করা তাদের লক্ষ্য। তাদের মদত দিচ্ছে বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী। বাংলাদেশের জনগণ বুকের মধ্যে পোষণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তীব্র ঘৃণা। ক্রমেই বেশি বেশি সংখ্যায় তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আসছে, সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামগুলিকে সংগঠিত গণআন্দোলনের রূপে গড়ে তোলা আজ অবশ্য প্রয়োজন। ঐক্য রক্ষা করে সেই গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে পারলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে আমরা পরাস্ত করতে পারব।'' ছয় দফা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

কানাডায় বিশ্বসম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

শেষদিন, অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে 'নর্থ স্টার কম্পাস' পত্রিকার সম্পাদক মাইকেল লুকাস পত্রিকার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত রিপোর্ট রাখেন। বিশ্বসম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত ও গৃহীত হয়। যেসব বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তা হল — সি আই এস (পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন) ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবির সমর্থনে প্রস্তাব ; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, নয়া বিশ্বব্যবস্থা ও মার্কিন নেতৃত্বে দুনিয়ার দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ; রাশিয়ায় পুটিনের শাসনের বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে প্রস্তাব ; প্রথম বিশ্বসম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের সদস্য রূপে পূর্বতন সোভিয়েটের প্রতিটি রিপাবলিকে মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব ; সম্মেলনে যোগ দিতে আগ্রহী বেশ কিছু ব্যক্তিকে ভিসা দিতে কানাডা সরকারের অস্বীকৃতির প্রতিবাদে প্রস্তাব এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচের সমর্থনে প্রস্তাব। এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে রেজলিউশন কমিটি আলোচনা করে। শেষ দিনে রেজলিউশন কমিটির রিপোর্ট আলোচিত ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়। নমিনেশন কমিটির রিপোর্টও কংগ্রেস গ্রহণ করে। কংগ্রেস পরবর্তী এক্সিকিউটিভ কমিটি নির্বাচন করে। কমরেড মানিক মুখার্জী এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। নর্থস্টার কম্পাস পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন কমরেড খালেকুজ্জামান। সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ দেন ভ্লাদিমির চেচেনৎশেভ ও মানিক মুখার্জী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ২০০৭ সালে তৃতীয় বিশ্বসম্মেলন রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিশ্বসম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জীর বক্তব্য

ভারতবর্ষের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে দ্বিতীয় বিশ্বসম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সরাসরি মূল বিষয়ে আসছি। পূর্বতন সোভিয়েট ভূখণ্ডে বর্তমানে যাঁরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রাম করছেন, তাঁদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি জ্ঞাপনের জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সোভিয়েট ইউনিয়ন দুনিয়ার দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে যে আলোকবর্তিকার ভূমিকা নিয়েছিল সেকথা আপনাদের স্মরণ করানোর জন্য আমার বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সেই সোভিয়েট জনগণের বর্তমান সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাতেই এই বিশ্বসম্মেলনের আয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশাল শক্তিধর, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার সৃষ্টি মানব-ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা ছিল, সেই দেশের এমন বেদনাদায়ক পরিণতি ঘটতে পারল কীভাবে ? এর উত্তর আমাদের পেতে হবে।

আমরা জানি, সোভিয়েটের শোষিত জনগণ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আবার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে। কিন্তু কেন পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপর্যয় তাদের চোখের সামনে দেখতে হল, তার উত্তরও আমাদের পেতে হবে।

আপনারা নিশ্চয় জানেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীরা সারা দুনিয়ার উপর, বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সবরকম ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ সত্ত্বেও মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের সুযোগ্য উত্তরসাধক সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন যতদিন সমাজতন্ত্রের কর্ণধার ছিলেন, ততদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির তার সুমহান গৌরব ও অমিত শক্তি নিয়ে অবস্থান করেছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে আধুনিক সংশোধনবাদের উত্থানই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে ভিতর থেকে ধ্বংস করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরে এই নেতিবাচক দিকগুলি বেড়ে উঠেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের বুকে প্রতিবিপ্লব ঘটার উর্বর জমি তৈরি করে দেয়। ভিতরের অবস্থা পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের পক্ষে অনুকূল হওয়ার ফলেই বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র সফল হতে পেরেছে। সংশোধনবাদ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনেও অনৈক্য ডেকে আনে এবং তার দ্বারা সাংগঠনিক ও আদর্শগত উভয় দিক থেকেই তাকে দুর্বল করে দেয়। শেষপর্যন্ত, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের প্লাবনে ভেসে যায়, আমাদের সামনে রেখে যায় একটা বিরাট প্রশ্ন — কী করে এসব ঘটতে পারল ?

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে যখন ক্রুশ্চেভপন্থীরা মাথা তোলে এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতা কব্জা করে, সেই মুহূর্তেই, আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এযুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে ক্রুশ্চেভের অভিযান সম্পর্কে কমরেড ঘোষ বলেছেন — ''ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে, আমাদের আশঙ্কা, তাঁরা (অর্থাৎ সি পি এস ইউ নেতৃত্ব) ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে নয়, একজন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ পরিচালিত করেছেন।'' আরও বিশদভাবে কমরেড ঘোষ বলেছেন — ''লেনিনবাদ সম্পর্কে স্ট্যালিনের উপলব্ধিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি, এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই সাম্যবাদী আন্দোলন বর্তমান স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ... স্ট্যালিনকে মুছে ফেলার অনিবার্য পরিণাম হল তাঁর

চারের পাতায় দেখুন

বিশ্বসম্মেলনে কমরেড মানিক মুখার্জীর বক্তব্য

তিনের পাতার পর

অথরিটিকে অস্বীকার করা ; যার অর্থ লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকেই অস্বীকার করা .... এর দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় প্রতিবিপ্লবী চিন্তাভাবনা আমদানির রাস্তা খুলে দেওয়া হবে এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায়, এর দ্বারা মহান লেনিন তথা লেনিনবাদের মর্যাদাকেই কার্যত ভূলুণ্ঠিত করা হবে।'' (''সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপ প্রসঙ্গে')

অচিরেই আমাদের আশঙ্কা চরম রূপ নিয়ে সত্য হয়ে দেখা দেয়। 'সংশোধনবাদের সিংহদুয়ার' খুলে দেওয়া হয়। লেনিন ও স্ট্যালিনের দেশে এভাবে সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, ''... একথা সত্য যে, লেনিন-পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক, আধা-ঔপনিবেশিক এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাংগঠনিক দিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। কিন্তু এই অগ্রগতিটা ঘটেছে বলেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শগত চেতনার মানও তেমন উন্নত স্তরে পৌঁছতে পেরেছে ... বাস্তবে তা পারেনি।'' এভাবে চলতে চলতে, পরিশেষে কমিউনিস্টদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মানের অবনমন ঘটেছে, যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি এবং নেতা ও সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ'সবই সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার পথকে সুগম করে দেয়। এই সমস্ত ঘটনাই দেখায়, লেনিন-স্ট্যালিনের মতো মহান নেতারা যে অমূল্য শিক্ষা রেখে গিয়েছেন তার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের কাছে কত জরুরি। মহান নেতাদের শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম আরও তীব্র হয় — এই সত্যকে বিচারে নিয়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে আদর্শগত-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা না করে, তবে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনাধারণার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজ কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। এই উপলব্ধি লেনিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে আরও গভীরভাবে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে। লেনিন শিখিয়েছেন — সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লব সফল করা এবং বিপ্লবকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য স্তরের সকল শোষিত মেহনতি জনগণের সুদৃঢ় যুক্তফ্রন্ট যেমন পার্টিকে গড়ে তুলতে হবে, সাথে সাথে সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে পার্টির এবং জনগণের আদর্শগত-সাংস্কৃতিক মান ক্রমাগত উন্নত করতে হবে, যা যেকোনরকম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে। এই প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি হুঁশিয়ারি আমি উল্লেখ করতে চাই। মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে কমরেড শিবদাস ঘোষ 'যুগান্তকারী ঘটনা' এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে 'সাহসী' প্রচেষ্টা রূপে আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন — ''সমাজতান্ত্রিক গঠনকাণ্ডের সময়ে এক নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদ, 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ' এবং 'বেনিফিট'-এর দিকে সাধারণ শ্রমিকদের ঝোঁক বাড়তে থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অর্থনীতিবাদ সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয়ের পথে একটা বিরাট বাধা।''

''...ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে — যেখানে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।'' সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের শিকড় কোথায় তা খুঁজে পেতে উপরোক্ত 'গাইডলাইন'টি বিচারবিবেচনা করে দেখা উচিত।

বাইরে থেকে আমরা দেখছি, একদা বিশ্ববিপ্লবের দুর্গ, যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শান্তিশিবিরের প্রাণকেন্দ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমানে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন ও ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য নানা রিপাবলিকগুলির পুঁজিবাদী শাসকচক্র নিজ নিজ রিপাবলিকের জনগণের উপর নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। পুতিনশাসিত রাশিয়া এর জ্বলন্ত নিদর্শন। বিশ্বপুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রাশিয়ার পুঁজিবাদী শাসকরা বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নামে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা লোকঠকানো পদক্ষেপ নিচ্ছে — বাস্তবে যার উদ্দেশ্য দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী শোষণ অব্যাহত রাখা এবং বৈদেশিক বাজার দখল করা ছাড়া কিছু নয়। একই সাথে, দেশের ভিতরে ও বাইরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলি দমনের উদ্দেশ্যে তারা সাম্রাজ্যবাদশিরোমণি আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে, এমনকী 'ন্যাটো'র মতো সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করছে। মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাত চালাতে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ইউক্রেনে তারা যা করেছে তেমনভাবে নিজেদের পছন্দসই শক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে, সাথে সাথে ভোগবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, যৌনতা, হিংসা ও অপরাধে ইন্ধন জুগিয়ে পচাগলা সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের দ্বারা বিশেষত যুবসমাজকে অধঃপতিত করতে তারা কোটি কোটি ডলার ঢালছে। বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে, আধুনিক প্রজন্মের একটি অংশ এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মধ্য থেকে গণআন্দোলন ও বিপ্লববিরোধী একটি শক্তি খাড়া করছে। কিন্তু শ্রেণীশাসন অনিবার্যভাবেই শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক মরিয়া চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, মহান নভেম্বর বিপ্লবের দেশে পুনরায় সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে দুঃস্বপ্নের মতো তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এমনকী বাইরের দুনিয়া থেকেও আমরা দেখছি যে, পূর্বতন সোভিয়েট ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে লেনিন-স্ট্যালিনকে মার্কসবাদী অথরিটি হিসাবে গ্রহণ করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে নানা দল ও শক্তি নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ, এমনকী নবীন প্রজন্মের তরুণদের একটি অংশ, নতুন আশা ও প্রত্যয় নিয়ে, লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি ও ব্যানার হাতে মিছিল ও শোভাযাত্রায় যোগ দিচ্ছে। নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট শক্তির ৬০তম বিজয়বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এটি সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রমূলক সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়া ও পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের দেশগুলিতে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের সুযোগ ও সম্ভাবনা দ্রুত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

যাই হোক, বিগত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্বের জনগণের কাছে নিশ্চিতভাবেই এ সত্য তুলে ধরেছে যে, শুধু আবেগ দিয়ে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি নিছক আনুগত্য প্রকাশ করে আন্দোলনে মেকি গণতন্ত্রী, মেকি সাম্যবাদী এবং সংশোধনবাদীদের প্রভাব বিস্তারের বিপদকে আটকানো যাবে না। সুতরাং বর্তমানের সংগ্রামগুলিকে উচ্চ থেকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, এসব দেশের প্রকৃত কমিউনিস্ট শক্তিগুলিকে এই সংগ্রামগুলির 'কোর' হিসাবে কাজ করে এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের অন্যান্য নানা শক্তির সঙ্গে মতবিনিময়ের উপর নির্ভর করে, তাদের সঙ্গে আদর্শগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতির ভিত্তিতে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যূনতম সর্বসম্মত কর্মসূচির উপর যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য রক্ষা করতে করতেই সকল প্রশ্নে আদর্শগত স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য এবং মেহনতি জনগণ থেকে সংশোধনবাদী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার দ্বারা আদর্শগত ও সাংগঠনিক ঐক্যকে দৃঢ়তর করতে হবে। আমরা নিশ্চিত যে, এই প্রক্রিয়ায় তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এইসব সংগ্রামগুলিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগ্রামী জনগণ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই লেনিনের শিক্ষাকে উপলব্ধি করে একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, নতুনভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আবার রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করতেই হবে। পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল রাষ্ট্রের মেহনতি জনগণের এইটিই আজ সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য, সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝতে হবে, এইটিই তাদের সামনে ঐতিহাসিক কর্তব্য। বাইরে থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসাবে আমরা এটাই মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক দল ও কমিউনিস্ট পার্টি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি, যারা শোষণ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত, তারা মনে করে, পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের নিজ নিজ দেশের প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম সংহতি জানানোর উদ্দেশ্যে মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করা তাদের কর্তব্য। আমরা মুহূর্তের জন্যও একথা ভুলে যেতে পারি না যে, যখন বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন যোগ্য এবং সঠিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নই ছিল সেই দেশ, যা বিশ্বের শোষিত জনগণের সংগ্রামে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে শুধু নয়, বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম এবং বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে নৈতিক ও বস্তুগত সহায়তা দিয়েছে। আজ যখন রাশিয়া ও পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য অংশের বিপ্লবী শক্তিগুলি তাদের দেশে সংশোধনবাদ ও প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে পরাস্ত করে, সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নিযুক্ত, তখন বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের, কমিউনিস্টদের, শ্রমিক দল ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোভিয়েট জনগণের সংগ্রামের পাশে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে দাঁড়াতে হবে, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী মেহনতি জনগণের সঙ্গে সংগ্রামী সোভিয়েট জনগণের এই মৈত্রী ও সংহতি এক জিনিস, আর ভারত সহ বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশ ও সরকারের সঙ্গে পুতিন সরকার ও পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য দেশের সরকারগুলির তথাকথিত সুসম্পর্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এই ধরনের সরকারি সমঝোতা হল, বিশ্ববাজার দখল নিয়ে কাড়াকাড়িতে নানা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া সরকারগুলির পরস্পর হাত মেলানো ও বোঝাপড়ার চেষ্টা। এর সঙ্গে বিশ্বের জনগণ ও সোভিয়েট জনগণের সংগ্রামী মৈত্রীর কোনও সম্পর্ক নেই। বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ এখন জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের অনুকূল। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙন এবং

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছি, যাতে বিপ্লবী আদর্শ ও সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তির উপর সুসংগঠিত জঙ্গি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দুনিয়াব্যাপী গড়ে তোলার ও ছড়িয়ে দেওয়ার সামগ্রিক প্রয়াসে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে আমরা যুক্ত করতে পারি। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়তে হবে।

একের পর এক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লব যখন ঘটছিল, সেই সময় 'মার্কসবাদ সেকেলে এবং অচল', 'একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের একাধিপত্যই বাস্তব' — এই সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের ঝড়ে বিপ্লবী আন্দোলন প্রথম দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক শক্তিগুলি, এমনকী সাম্যবাদী শিবিরও বিভ্রান্তি ও হতাশার শিকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের বাজারের উপর অবাধে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা ভেঙে গেছে। বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের ক্রমবর্ধমান মন্দা এবং তাকে ভিত্তি করে বিশ্ববাজারে আধিপত্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ধুয়ো তুলে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জিগির তুলে তুলনায় দরিদ্র ও পশ্চাদপদ দেশগুলির উপর একতরফা আক্রমণ চালিয়ে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টার বিপরীতে, বিরোধীশক্তি হিসাবে শোষণ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তি, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তি গড়ে উঠছে। বনেদি শক্তিশালী অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনগণ এখন আন্দোলনের পথে নেমেছে। প্রতিদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-দমনের বিপরীতে কমিউনিস্টদের চালিকাশক্তি হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্বজোড়া ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম গড়ে ওঠার জমি তৈরি হচ্ছে। এখন সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বের উদ্ভব ও এই সংগ্রামগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করার অপেক্ষা। দেশে দেশে জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পরিপূরক এই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম মানবজাতিকে প্রকৃত শান্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। একথা যেমন বিশ্বের সকল জনগণের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী বিশ্বশক্তির অংশ হিসাবে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের ক্ষেত্রেও সত্য।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছি, যাতে বিপ্লবী আদর্শ ও সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তির উপর সুসংগঠিত জঙ্গি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দুনিয়াব্যাপী গড়ে তোলার ও ছড়িয়ে দেওয়ার সামগ্রিক প্রয়াসে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে আমরা যুক্ত করতে পারি। এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়তে হবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ !

সোভিয়েট জনগণের সঙ্গে মৈত্রী জিন্দাবাদ !

আফ্রিকার জন্য জর্জ বুশদের মায়াকান্না

দরিদ্র আফ্রিকাবাসীর দুঃখে এখন কাঁদছেন বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের শিরোমণিরা। গত ৬ থেকে ৮ জুলাই স্কটল্যান্ডের গ্লিনইগ্‌ল্‌স শহরে জড়ো হয়েছিলেন এমন কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান, বিশ্বকে লুঠ করা বিত্তের জোরে যাঁরা গোটা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখার খোয়াব দেখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান ও রাশিয়া — বিশ্বের এই আটটি শীর্ষস্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংগঠন জি-৮-এর শীর্ষবৈঠকে যোগ দিতে তাঁরা এসেছিলেন গ্লিনইগ্‌ল্‌সে। বৈঠকে হাজির ছিল সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নী সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) ও বিশ্বব্যাঙ্ক। উঠতি শক্তিধর দেশ হিসাবে এবার ভারতবর্ষও জি-৮ সম্মেলনে ডাক পেয়েছিল।

জনবহুল, কর্মব্যস্ত শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গ্লিনইগ্‌ল্‌স শহরের বিলাসবহুল হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে তিন দিন ধরে বৈঠক করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পল উলফোউইৎজরা। মুনাফার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে দুনিয়া থেকে ক্ষুধা দূর করার ফন্দিফিকির নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন। আফ্রিকার দারিদ্র্য নিয়ে তাঁরা নাকি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাই এবারের জি-৮-এর সভার আলোচ্য বিষয়সূচির মধ্যে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্যকে অতীত ইতিহাসে পরিণত করতে বৈঠক থেকে গালভরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গেছে। তাঁরা কথা দিয়েছেন, আফ্রিকাকে ৪,৮০০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার পাশাপাশি ৪,০০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণও মকুব করা হবে।

তেল ও অন্যান্য সম্পদের লোভে আফগানিস্তান ও ইরাকের অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে যে লুটেরার দল, তাদের মুখে এ হেন করুণার বাণী যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা জানেন আফ্রিকার সাধারণ মানুষ। প্রকৃতির নিয়মেই খনিজ ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকার কালো মানুষদের কোন অধিকার নেই স্বদেশি সম্পদের উপর। ফরাসি, ব্রিটিশ, জার্মান, বেলজিয়ান ও মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই সব লুটে নেয়। এছাড়াও উদ্বৃত্ত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি এখন সুদের ব্যবসা করে রক্ত চোষে। ১৯৭০ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৩২ বছরে সাহারা মরুর দক্ষিণের আফ্রিকার দেশগুলি ২৯, ৪০০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে, অথচ সুদে আসলে ২৬,৮০০ কোটি ডলার শোধ দেওয়ার পরেও ২১,০০০ কোটি ডলার বকেয়া। এ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ঋণের নাগপাশের চেহারাটা স্পষ্ট হয়। এভাবে সুদে আসলে পাওনা তুলে নিয়ে এখন জি-৮ কর্তারা সামান্য খয়রাতি করে দানবীর সাজতে চাইছে। কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থও কি তারা দেবে ?

বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া তথ্য বলছে যে, এর আগেও বহুবার বহু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে তারা। তাছাড়া জি-৮ দেশগুলি প্রতিশ্রুত সাহায্য এবং ঋণ মকুব ঠিক ঠিকভাবে করলেও, তা হবে সিন্ধুতে বিন্দুর সামিল। মোট ৩০,০০০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের বোঝা রয়েছে আফ্রিকার মাথার ওপর ; এর থেকে ৪,০০০ কোটি ডলার মকুব করা এবং না-করা প্রায় সমার্থক। সংগঠনগুলি হিসাব করে দেখিয়েছে, অবৈধভাবে ইরাক দখল করে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে চূড়ান্ত অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হচ্ছে ৫,০০০ কোটি ডলার। শুধু সামরিক কার্যকলাপ চালাবার জন্যই জি-৮ দেশগুলি একত্রে প্রতি বছর খরচ করে ৭০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। এই অবস্থায় মাত্র ৪,৮০০ কোটি ডলার অনুদান হিসাবে দেওয়ার কথা বলে জি-৮ দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা আফ্রিকাকে কার্যত ভিখারির তুল্য গণ্য করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। যদিও এই সামান্য অর্থের লোভেই চকচক করছে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ও তাদেরই মদতপুষ্ট আফ্রিকার অন্তর্গত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের চোখ। কারণ এইসব অনুদানের একটা বড় অংশই চলে যাবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কঙ্গো, কেনিয়া ইত্যাদি দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বহুবার অনুদানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বের ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, বিশেষত তাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসর ব্রিটেন হঠাৎ কী কারণে আফ্রিকার দারিদ্র্যের প্রতি এত করুণাকাতর হয়ে পড়ল ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ইতিহাসের পাতা ওল্টানো প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকা মহাদেশ বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। ১৯ শতকে সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে তার ঐশ্বর্য লুঠ করেছে। নিজেদের লুণ্ঠনের অজুহাত হিসাবে তারা 'অন্ধকার মহাদেশে' আলো নিয়ে যাবার, অর্থাৎ তাদের বিচারে 'অসভ্য-বর্বর' আফ্রিকাবাসীদের 'সুসভ্য' বানাবার কথা বলত, যেমন তারা বলত ভারতের ক্ষেত্রেও। আফ্রিকার দেশগুলি যদি ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছে তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত চায় তবে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ দেউলিয়া হয়ে যাবে। পঞ্চদশ শতকে পর্তুগিজরা প্রথম বিদেশি দখলদার হিসাবে আফ্রিকার মাটিতে পা দেয়। অতলান্তিক মহাগরে ১৪৯৪ সালে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার আটলান্টিক মহাসাগরে খাড়া কাল্পনিক লাইনে কেটে ঘোষণা করেন লাইনের পূর্বের জমি জঙ্গল পর্বত খনি সবকিছুর মালিক পর্তুগাল, পশ্চিম অংশ স্পেনের। এরপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ, ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ গোটা আফ্রিকা দখল করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের স্বরূপ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" বইটি রচনার প্রস্তুতিতে বিভিন্ন সূত্র থেকে লেনিন যে নোটগুলি করেন তাতে দেখা যায় ১৮১৫-৩০ সালে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকার ১০৩৪ বর্গ মাইল দখল করেছিল ১৮৯৯ সালে তা ৩২০০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩,২০,৪৮৮ বর্গ মাইল। আরও নানা সূত্র উদ্ধৃত করে লেনিন দেখিয়েছেন ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৮৭৬ সালে আফ্রিকার ১০.৮ শতাংশ এলাকা দখল করে, যা মাত্র ২৪ বছরে বেড়ে ৯০.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদীরা এদেশ থেকে শুধু সম্পদ লুঠ করেনি, লুঠ করেছে জীবন্ত মানুষ। তারা পশুর মতো ফাঁস দিয়ে ধরে কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীকে বিশ্বের বাজারে দাস হিসাবে বেচেছে। মানব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম এই দাসব্যবসায়ে কমপক্ষে এক কোটি মানুষ তারা বেচেছে ইউরোপের ও আমেরিকার বাজারে। যেখানে মানুষ ধরায় তারা বাধা পেয়েছে সেখানেই গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, লাখে লাখে মানুষ মেরেছে আজকের সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্বপুরুষরা। এই নারকীয় লুঠ থেকে অর্জিত সম্পদকে প্রাথমিক পুঁজি হিসাবে খাটিয়ে তারা "উন্নত" করেছে নিজস্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে। এই হল তথাকথিত উন্নত দেশের অগ্রগতির নেপথ্যকাহিনী। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের এই বর্বর চেহারা উদঘাটিত করেছেন কার্ল মার্কস। মাত্র ৪,৮০০ কোটি ডলার মকুব করলে কি এই লুঠের প্রায়শ্চিত্ত হবে ? এক কোটি দাসের রক্তের দাগ মুছে যাবে ?

শাসনের সুবিধার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার পুরনো উৎপীড়কদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে। শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী দখলদাররা সাম্রাজ্যবাদের মদতে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রভু হয়ে বসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আফ্রিকার মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কচুকাটা করে সাম্রাজ্যবাদীরা মদত দিয়ে একদল কৃষ্ণাঙ্গ স্বৈরাচারী দালাল সৃষ্টি করে এবং সরাসরি দেশ দখলের বদলে পুতুল সরকারের মাধ্যমে নয়া উপনিবেশবাদ চালায়। ফিদেল কাস্ত্রোর দেওয়া হিসাবে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ এই দশ বছরে আফ্রিকায় বিদেশি পুঁজি এসেছে ১০৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার। আর এই সময়ে মুনাফা হিসাবে তারা ২৩৯১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার নিজ নিজ দেশে নিয়ে গিয়েছে। সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বিপুল উদ্বৃত্ত পুঁজি ঋণ হিসাবে দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী তেজারতি পুঁজির ফাঁসে আফ্রিকাকে তারা বেঁধে ফেলে। সরাসরি লুণ্ঠন ও সুদের শোষণে সোনা, হীরা, পেট্রলে সমৃদ্ধ আফ্রিকার মানুষ নীরক্ত কঙ্কালসার হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদপত্রে, টিভিতে পেটসর্বস্ব শীর্ণকায় আফ্রিকান শিশু বা হাড়সম্বল কঙ্কালসার প্রাপ্তবয়স্ক দীর্ঘদেহী উলঙ্গপ্রায় আফ্রিকাবাসীর মর্মস্পর্শী যে ছবি আমরা দেখি তার নেপথ্যে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমাহীন লুণ্ঠন ও বর্বরতার ইতিহাস।

আজকের সাম্রাজ্যবাদী ঋণ সেই লুণ্ঠনেরই নতুন কায়দা। সে ঋণের স্বরূপ শুরুতেই আমরা দেখিয়েছি, যা কখনো শোধ হয় না। ঋণের শর্তের চাপে এসব দেশের শাসকরা আমদানি-রপ্তানির বাধা যত তুলে দেয় ততই আমদানির মূল্য রপ্তানিকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এভাবে একটি দেশ যখন দেউলিয়া হয়ে যায় তখন ঋণের কিস্তি দিতে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। আফ্রিকার বহু দেশেরই আজ দেউলিয়া অবস্থা। ফলে নতুন এবং আরও কঠোর শর্তে বেঁধে এসব দেশকে আরও বেশি শোষণ করার জন্য ঋণ মকুব করার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা অত্যন্ত মারাত্মক শর্ত জুড়ে দিয়েছে।

কী সেই শর্ত ? এ প্রশ্ন করা হলে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণিরা বলছে কেবলমাত্র একটি শর্তই তাদের আছে ; তা হল — সুষ্ঠু সরকারি ব্যবস্থা প্রণয়ন (good governance)। সাধারণ অর্থে মনে হয় যে, সুষ্ঠু সরকারি ব্যবস্থা প্রণয়ন বলতে তারা বোধহয় দুর্নীতিমুক্ত, গণতান্ত্রিক প্রশাসনের দাবি করছে। কিন্তু বাস্তব সত্য তা নয়। সুষ্ঠু সরকারি ব্যবস্থা বলতে সাম্রাজ্যবাদীরা কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়কে বোঝায়। গত ২০ বছর ধরে তারা বলে আসছে যে, যে সরকার পুঁজিমালিকদের মুনাফা করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা পানীয় জল সরবরাহের মতো জনপরিষেবামূলক বিষয়গুলি নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখে ; কৃষি ও শিল্পের মতো উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগ করা বন্ধ করে দেয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে মাথা ঘামায় না, সেই সরকারই হল 'ভাল' সরকার। (সাম্রাজ্যবাদীদের বেঁধে দেওয়া 'ভাল' সরকার হওয়ার এই শর্ত পূরণ করতে গিয়েই দেশে দেশে আজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অত্যাবশ্যক সরকারি পরিষেবাগুলি বেসরকারি ব্যবসার পণ্যে পরিণত হয়েছে — চড়া দাম দিয়ে যা কিনতে পারে কেবল ধনীরাই)। সুষ্ঠু সরকারি ব্যবস্থা বলতে সাম্রাজ্যবাদীরা বোঝায় অর্থনীতির উদারীকরণ, অর্থাৎ দেশের বাজার বিদেশি পুঁজি মালিকদের জন্য খুলে দেওয়া, সরকারি সংস্থাগুলি বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দেওয়া এবং বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির ওপর থেকে যাবতীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া। যে সরকার 'বিনিয়োগ বন্ধু' সেজে বৃহৎ পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেয়, পুঁজির অবাধ চলাচলকে উৎসাহ দেয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে বহু কষ্টে অর্জন করা যাবতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে তাদের পুঁজিমালিকদের হাতের পুতুলে পরিণত করার ব্যবস্থা করে, সেই হল সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দের সরকার এবং এই হল সুষ্ঠু সরকারি ব্যবস্থার প্রকৃত চেহারা। এর পাশাপাশি জি-৮-এর শীর্ষবৈঠকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তাদের উপস্থিতি একথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, অনুদান ও ঋণ পেতে হলে এই সংস্থাদুটির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে আফ্রিকার দেশগুলিকে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কার আনার নামে আফ্রিকায় আমদানির ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে হবে, দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হবে এবং জনকল্যাণে সরকারি খরচ কমাতে ও ধাপে ধাপে ভরতুকি তুলে দিতে হবে।

১৯৮৫ সাল থেকে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নির্দেশে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক আফ্রিকার অর্থনীতিতে সংস্কার-কর্মসূচি চালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে সাধারণত যা হয়, আফ্রিকার দেশগুলিতেও তাই হয়েছে। সেখানকার শাসকশ্রেণী নিজেদের দেশের যাবতীয় সম্পদ বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে লুটে নেবার সুযোগ করে দিচ্ছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে। অনুদান, ঋণ ও ঋণ মকুবের শর্ত হিসাবে গত ২০ বছর ধরে আফ্রিকার অর্থনীতির উদারীকরণের ফল হয়েছে মারাত্মক। সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে আমদানির ওপর যাবতীয় বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ায় বিদেশি পণ্য বন্যার স্রোতের মতো ঢুকে পড়েছে আফ্রিকার দেশে দেশে। প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে স্থানীয় উৎপাদকরা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে একের পর এক কল-কারখানা। অন্যদিকে এই মহাদেশ থেকে যে সমস্ত জিনিস বিদেশে রপ্তানি হতো, সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে সেগুলির দাম পড়ে যাওয়ায় আফ্রিকার আর্থিক পরিস্থিতি আজ বিপর্যয়ের মুখে। এমনকী বিশ্ববাজারে তেলের দাম এত বাড়া সত্ত্বেও বিশ্বের সবচেয়ে ভালো তেলের খনিতে সমৃদ্ধ

ছয়ের পাতায় দেখুন

জি-৮ ভুক্ত আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শীর্ষ বৈঠক উপলক্ষে ৬ জুলাই স্কটল্যান্ডে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী প্রবল গণবিক্ষোভ হয়। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে এই বিক্ষোভে যোগ দেয়। পুলিশি বাধায় বিক্ষোভ তীব্র রূপ নিয়েছিল।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে

জেলায় জেলায় শ্রমিক সম্মেলন

হুগলি

২৫ সেপ্টেম্বর হুগলির শ্রীরামপুর টাউন হলে শহীদ মাখন ভৌমিক মঞ্চে (সিপিএম ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত, জেলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রথম শহীদ) অনুষ্ঠিত হয় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তৃতীয় জেলা সম্মেলন। রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন। জুট, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, বিড়ি, তাঁত, রিক্সা-ভ্যান, পরিচারিকা, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, বিদ্যুৎ, সরকারি কর্মচারী, পার্টটাইম সুইপার সহ বিভিন্ন শিল্প ও পেশার ৩৮৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছাঁটাই ও বন্ধ মিলের শ্রমিকরাও ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ২২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা শ্রমজীবী মানুষের উপর পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ আক্রমণের চিত্র তুলে ধরে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশ্বাসঘাতকতা এবং আন্দোলনবিমুখতার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষকে সামিল করার আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহসভাপতি কমরেডস্ এ এল গুপ্তা, বিদায়ী জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। কমরেড পরিমল সেনকে সভাপতি এবং কমরেড মিলন রক্ষিত ও কাশীনাথ বসাককে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর হুগলি জেলা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত

উত্তর ২৪ পরগণা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২ অক্টোবর শ্যামনগর ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার হলে কমরেড ভবতোষ দত্ত মঞ্চে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ১৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। রাজ্য সভাপতি কমরেড সনৎ দত্ত বলেন যে, চটকলে সংগঠিত শ্রমিকরা আন্দোলনকে এমন স্তরে উন্নীত করতে পারেন যাতে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কমরেড এ এল গুপ্তা। এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সহসম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। কমরেড অমল সেনকে সম্পাদক ও কমরেড কমল ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে ৪৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন

দার্জিলিং

শিলিগুড়ির রেডক্রস হলে শহীদ কমরেড তন্ময় মুখার্জী মঞ্চে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দ্বিতীয় দার্জিলিং জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২ অক্টোবর। এস ইউ সি আই দার্জিলিং জেলার প্রয়াত সম্পাদক কমরেড স্বপন মল্লিক এবং চা শ্রমিক নেতা শহীদ কমরেড তন্ময় মুখার্জীর স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রধান বক্তা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী ইউ পি এ সরকার এবং সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আবেদন জানান। তিনি আগামী ২-৪ ডিসেম্বর ব্যারাকপুরে রাজ্য সম্মেলনের বার্তা সমস্ত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। চা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কমরেড তপন ভৌমিক চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সম্পাদিত কালাচুক্তির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। কমরেড রবি ঘোষকে সম্পাদক, কমরেড গৌতম ভট্টাচার্যকে সভাপতি, কমরেড ভবেশ দাসকে সহসভাপতি এবং কমরেড শঙ্কর পালকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর দার্জিলিং জেলা সম্মেলন

আফ্রিকার জন্য জর্জ বুশদের মায়াকান্না

পাঁচের পাতার পর

নাইজিরিয়াও অবস্থা সামাল দিতে পারছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা। প্রতি বছর সুদ মেটাতে খরচ হয়ে যাচ্ছে বিরাট অঙ্কের অর্থ। আফ্রিকা মহাদেশের গড় মাথাপিছু আয় ১৯৮০ সালে যা ছিল, তার তুলনায় ২৫ শতাংশ কমে গেছে, অধিবাসীদের গড় আয়ু নেমে এসেছে ৪৬ বছরে। আফ্রিকার বহু দেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যা খরচ করে, সুদ মেটাতে তার বহু গুণ খরচ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র হিসাব অনুযায়ী আফ্রিকায় প্রতি বছর ১ কোটি ১০ লক্ষ শিশু ৫ বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই মারা যায়। কোন কঠিন রোগে নয়, এরা মারা যায় কলেরা, ম্যালেরিয়ার মতো অত্যন্ত সহজে নিরাময়যোগ্য সাধারণ রোগে, শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসা না পেয়ে। ইউরোপের নানা দেশে যেখানে এক একটি গরুর পিছনে দিনে ৩ ডলার সরকারি ভরতুকি দেওয়া হয়, সেখানে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রায় ৩ কোটি মানুষ দিনে ১ ডলার খরচ করারও সামর্থ্য রাখে না। এই নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা গত দশ বছরে ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গেছে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির দুই-তৃতীয়াংশই আফ্রিকায় অবস্থিত। শুধু তাই নয়, যে ৩৫টি দেশে মানুষের গড় আয়ু সবচেয়ে কম, তার মধ্যে ৩৪টি দেশই আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

এই হল আফ্রিকার সাধারণ মানুষের অবস্থা। প্রাণ বাঁচানোর যেটুকু রসদ এখনও সেদেশে আছে, সেটুকুও এবার কেড়ে নেওয়ার ছক কষছে জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ারদের মতো রক্তলোলুপ, হিংস্র সাম্রাজ্যবাদীরা। তাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এমনকী উন্নত দুনিয়ার সচেতন মানুষও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। গ্লিনইগলসে জি-৮-এর শীর্ষবৈঠক শুরু হবার আগে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। যদিও গণতন্ত্রের স্বঘোষিত অভিভাবক এই সাম্রাজ্যবাদীরা আন্দোলনকারীদের বক্তব্য পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও দেয়নি, তার বদলে সশস্ত্র পুলিশকে নৃশংসভাবে লেলিয়ে দিয়েছে তাদের উপর।

শুধু আফ্রিকা নয়, পৃথিবীর যেখানেই সম্পদ লুঠের সামান্যতম সুযোগ আছে, সেখানেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হিংস্র থাবা বিস্তার করার চেষ্টা করছে, সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে ওঠার কণামাত্র সম্ভাবনাকেও নৃশংস সশস্ত্র আক্রমণে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে বিছিয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের এই শৃঙ্খল ছিঁড়তে গেলে প্রয়োজন দুনিয়াজোড়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি আন্দোলন। তাই স্থানীয় স্তরে বিক্ষোভ আন্দোলনের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বুকে নিয়ে সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে সঠিক নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়ে তীব্র গণআন্দোলনে সামিল হতে হবে।

সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের আইন অমান্য

সারা দেশের মধ্যে মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গেই পি এফের সবচেয়ে বেশি টাকা মার যায়। সিপিএম সরকার শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ভূমিকা পালন করায় এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে তাদের সখ্যতা গভীরতর হওয়ায় মালিকপক্ষ শ্রমিকের অধিকার হরণে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রাপ্য মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ বেতন না দেওয়ার কারণে রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারী ও শিক্ষক নিজ নিজ মূল বেতনের ৩১ শতাংশ হারে কম বেতন পাচ্ছেন। প্রতি মাসে এক হাজার টাকা মূল বেতনে বঞ্চনা ৩১০ টাকা। বছরের পর বছর ধরে এই বঞ্চনা চলছে। এর ফলে সরকারি শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ ধিকিধিকি জ্বলছে। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরকারি-আধাসরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক - শিক্ষাকর্মীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ ২৭ সেপ্টেম্বর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে আইনঅমান্য করেন। ৬৯৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ৫০ শতাংশ ডিএ মূল বেতনে সংযুক্তি, বকেয়া ডিএ এরিয়ার সহ প্রদান, প্রাপ্য দিন থেকে ডি এ দেওয়ার ব্যবস্থা, সিলিং তুলে দিয়ে সকলের জন্য ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দেওয়া, ঠিকায় ও চুক্তিতে নিয়োগ প্রথা বাতিল, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ ও উপযুক্ত বেতন প্রদান, সরকারি কর্মীদের মত আধা সরকারি কর্মীদের ৮-১৬-২৫'এর সি এ স্কীম ও সুযোগসুবিধা প্রদান, রিডিপ্লয়মেন্ট রদ, সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, সরকারি ও আধাসরকারি ক্ষেত্র অবলুপ্ত না করা, বেসরকারীকরণ-বিলগ্নীকরণ রদ করা প্রভৃতি দাবিতে এই আইনঅমান্য কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই আইনঅমান্যের দু'দিন পরেই ২৯ সেপ্টেম্বর ছিল ৫৬টি গণসংগঠনের যুক্তমঞ্চের ডাকে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট। যে আক্রমণের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের উপর সেই একই আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ায় শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে নানা প্রশ্নও উঠছে। তারা আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও সংগঠন খুঁজছে।

এদিনের আইনঅমান্যে নেতৃত্ব দেন সর্বশ্রী ফটিক দে, পৃথ্বীশ বসু, কার্তিক সাহা, রতন লস্কর, সাধন রায়, বিমল জানা, তপন চক্রবর্তী, সুব্রত বণিক, স্বপন বসু, মনোজ চক্রবর্তী, অমল ভট্টাচার্য, অশোক মাইতি, অজিত হোড়, শৈবাল চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ভূকম্প দুর্গতদের ত্রাণ দিতে নয়, সরকার ব্যস্ত কূটনীতির খেলায়

একের পাতার পর

উদ্ধারের আধুনিক সাজ-সরঞ্জামসহ সেনাবাহিনীকে হেলিকপ্টারে করে দ্রুত দুর্গম দুর্গত অঞ্চলে পাঠানো হল না ? তাহলে 'যুদ্ধকালীন তৎপরতা' কথাটির অর্থ কী ? যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী, সরকার, প্রশাসনে যে তৎপরতা থাকে, আন্দোলন-ধর্মঘট ভাঙতে পুলিশ-মিলিটারি নামাতে সরকার যে তৎপরতা দেখায়, জাতীয় বিপর্যয়ের সময়ে কোথায় উধাও হয়ে যায় সেই তৎপরতা! জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, মরু অঞ্চলে, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনী নকল সেনা অভিযানে যে দক্ষতা দেখাচ্ছে, সেই দক্ষতাকে কি বিপন্ন দেশবাসীর উদ্ধারের কাজে লাগানো হল না কেন ? সমস্ত উপকরণ মজুত থাকা সত্ত্বেও বিপর্যয়ের সময়ে তা বিপন্ন মানুষের প্রাণরক্ষার কোনও কাজেই লাগল না। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত কর্ণা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপর্যয়ের তিন দিন বাদেও কোনও উদ্ধারকারী দল পৌঁছায়নি। মানুষ চোখের সামনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছে আর হা-হুতাশ করেছে। উরি ও তাংধার এলাকায় মানুষ একটু ত্রাণের জন্য হা-পিত্যেশ করছে। বৃষ্টি ও তুষারপাতে কাশ্মীরের সব-হারানো দরিদ্র মানুষ একটু নিরাপদ আশ্রয়, একটু খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে। এমনকী ভূমিকম্পের পনের দিন পরেও উপত্যকার মানুষ প্রয়োজনীয় ত্রাণের অভাবে দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছে। খাদ্য-পানীয়ের কোন সুষ্ঠু সংস্থান হয়নি, জোটেনি মাথার উপর একটু ছাউনিও। কেউ কেউ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় পেলেও গোটা পরিবারের জন্য পেয়েছে একটা মাত্র কম্বল। এদিকে এক সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে স্যাঁতসেতে কাশ্মীরের তাপমাত্রা প্রতিদিনই কমছে। ভূমিকম্পবিধ্বস্ত মানুষ পেটে খিদে নিয়ে এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছে না। প্রতি রাতে শীতে কাঁপতে থাকা সন্তানদের আর্ত চিৎকার মুখ বুজে সইতে হচ্ছে অসহায় বাবা-মাকে। চারদিকে একই হাহাকারের চিত্র। কামালকোটে মারা গিয়েছেন প্রায় আড়াইশো মানুষ। কয়েক হাজার মানুষের ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। কিন্তু ত্রাণের জন্য এসে পৌঁছেছে শুধুমাত্র কয়েকটি কম্বল। উদাসীন প্রশাসন খাদ্যপানীয়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত তো করেইনি, উপরন্তু ছাউনি হিসাবে ব্যবহারের জন্য যে তাঁবুগুলি পাঠিয়েছে, প্রবল শৈত্যপ্রবাহে সেগুলি শুকনো পাতার মতো উড়ে যাবে বলে স্থানীয় মানুষের আশঙ্কা।

চার বছর আগে গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর, ভবিষ্যতে আবার ওই মাপের ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে এবং ত্রাণের কাজ দ্রুততর করতে সরকারের কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি একটি রিপোর্টও সরকারের কাছে জমা দিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। উক্ত সুপারিশ কোনও কাজেই যে লাগেনি, তা কাশ্মীরের ভূকম্পপীড়িতদের ত্রাণের কাজে সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আসলে সবকিছুই নির্ভর করছে একটি দেশের সরকার অর্থাৎ তার পরিচালকরা দেশের সাধারণ মানুষকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে তার উপর। যদি দেশের জনগণের প্রতি সরকারের দরদবোধ থাকে, যদি দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাকে সরকার তার দায়িত্ব বলে মনে করে তবে তাকে রক্ষা করতে সরকার যেকোন মূল্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি পুঁজিবাদী দেশের সরকার দেশের সাধারণ মানুষকে সেই দৃষ্টিতে দেখে কি ? মানুষকে সম্পদ মনে করে কি ? করে না। দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে শুধু একটি সংখ্যা মাত্র। তাই একজন মানুষের মৃত্যুতে মৃতের একটি সংখ্যা শুধু বাড়ে। ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তারা যেমন শুধু ভোটার, তেমনি দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের গুরুত্ব নির্ধারণ করে তাদের ক্রয়ক্ষমতা দিয়ে। দেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী। অথচ দেশের একটি অংশের চরম বিপর্যয়ের সময়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে তাদের দাঁড়াতে দেখা গেল না। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা বিপর্যস্ত মানুষদের বাঁচাতে কত টাকা দেবে, তা ভেবে ঠিক করতেই দিন কাটাচ্ছে। এরাই নাকি 'নবযুগে'র উন্নয়নের কাণ্ডারী !

সরকারেরও এই যে বিপুল সৈন্যসম্ভার, প্রভূত অস্ত্রসজ্জা — এ কীসের জন্য ? দেশের সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে কি ? না। এই বিপুল সামরিক সজ্জা প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের একটি হাতিয়ার মাত্র। তাই ভারত যখন গর্বের সাথে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ দাবি করে, তখন বন্যায়, ভাঙনে, ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষ একটু খাদ্যের জন্য, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য হাহাকার করে। তাহলে উন্নয়ন, বিশ্বায়ন, গণতন্ত্র প্রভৃতি বাগাড়ম্বর কাদের জন্য ? তা কেবলমাত্র দেশের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য নয় কি ? উরি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেছে, যে অফিসাররা ক্ষতির পরিমাপ করতে আসছে, তারা দরিদ্রদের বাদ দিয়ে শুধু প্রভাবশালী মানুষদের কাছেই যাচ্ছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রশাসনও যে দরিদ্র মানুষ অপেক্ষা সচ্ছল মানুষদেরই সেবা করতে উন্মুখ, এই বিপর্যয়ের সময়েও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

পুঁজিবাদ শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের প্রথম যুগে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকারগুলির মধ্যে সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি যতটুকু দায়বদ্ধতা ছিল, যত পুঁজিবাদ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, ততই তার এই দায়বদ্ধতাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়েছে। ততই রাষ্ট্র, সরকার ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নগ্ন ব্যক্তিস্বার্থ প্রবল হতে হতে এবং দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে যেতে যেতে আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সঙ্কটের যুগে মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি সেই দায়বদ্ধতার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। মুনাফা অর্জনের যন্ত্র ছাড়া মানুষের কোনও মূল্যই আজ তার কাছে নেই। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের ক্ষুধার নিরসন ঘটেছিল, দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূল হয়েছিল। আজও সমাজতান্ত্রিক কিউবা যেভাবে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করছে, রাষ্ট্রসংঘ তাকে আদর্শ বলে ঘোষণা না করে পারেনি। অতি সম্প্রতি হারিকেন উইলমার মোকাবিলার জন্য উপকূল অঞ্চল থেকে সমস্ত মানুষকে সরিয়ে ফেলেছে কিউবা সরকার। এমনকী রাজধানী হাভানার আড়াই লক্ষ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তট অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের নৌকাগুলিকে সেনারা সযত্নে সরিয়ে নিয়ে গেছে, যাতে ঝড় থামলে তারা ফের কাজে নামতে পারে। বারে বারেই কিউবায় এ জিনিস ঘটেছে। কিন্তু আমেরিকা, ভারত সহ বিপুল শক্তিশালী দেশগুলি যা করতে পারেনি, গরিব ছোট্ট দেশ কিউবা তা পারল কী করে ? আসলে সমাজব্যবস্থাটাই এর মূল কারণ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যেমন দেশের মানুষকে সম্পদ বলে মনে করে, তেমনই সাধারণ মানুষও জানে এই রাষ্ট্র ও সরকার আসলে তাদেরই।

পশ্চিমবঙ্গে কেন ভাড়া বেশি হবে

একের পাতার পর

বাসপ্রতি দৈনিক মোট গড় যাত্রীসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কত বৃদ্ধি প্রয়োজন, তা বেরিয়ে আসে। এই হিসাবে ভাড়া বৃদ্ধি সামান্য কয়েক পয়সার বেশি হতে পারে না। অথচ সেখানে এক ধাক্কায় প্রতি টিকিটে ৫০ পয়সা করে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এক ধাক্কায় ৫০ পয়সা বৃদ্ধি সরকার এখন রেওয়াজ করে ফেলেছে। অথচ পঞ্চাশের দশকে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শরিক ছিল সি পি এম। সেদিন তারা বলেছিল, এখানে একটা পয়সা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, পয়সাটা কার পকেট থেকে কার পকেটে যাচ্ছে। আজ তারাই ক্ষমতাসীন হয়ে মালিকদের অর্থানুকূল্যে পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য ব্যাপক ভাড়াবৃদ্ধি ঘটিয়ে মালিকদের পকেট ভর্তি করে চলেছে। যে সি পি এম সরকার বলছে ভাড়া না বাড়িয়ে উপায় নেই, তারা কিন্তু জনগণের কী উপায় হবে তা ভাবছে না।

ভাড়াবৃদ্ধি করার আগে সরকার যাত্রী সাধারণের বা যাত্রী কমিটিগুলির মতামত নেওয়ার কোনও প্রয়োজনই অনুভব করে না। সরকার এবং মালিকপক্ষ তাদের লাভ ষোল আনা রেখে ভাড়া ধার্য করে। জনগণের দায় কি কেবল তা বহন করা ? ২০০২ সালে যখন ১৫ শতাংশ ভাড়াবৃদ্ধি করা হয় সেইসময় সরকার বলেছিল, তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য বারবার যাতে ভাড়া বাড়াতে না হয়, সেজন্য একসঙ্গে বেশি করে ভাড়া বাড়ানো হল। এর মধ্যে ৬ শতাংশ ভাড়াবৃদ্ধি ছিল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য, আর ৯ শতাংশ ছিল যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এ রাজ্যের বাসগুলিতে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য কেমন, তা ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রই জানেন। লজঝড়ে বাস, গাদাগাদি যাত্রী, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, ঘনঘন দুর্ঘটনা — প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। মালিকরা যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ব্যবস্থাই করেনি। এজন্য সংগৃহীত ৯ শতাংশ ভাড়া পুরোটাই লাভের উপর লাভ হিসাবে পকেটস্থ করেছে। এরপরও মালিকরা লোকসানের কাঁদুনি গাইছে, যাতে সরকারকে দিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে আরও লাভ করা যায়। আমরা বারবার দাবি করেছি, ভাড়া বাড়ানোর আগে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি দ্বারা বাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে পেশ করা হোক। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেয়নি।

বাসমালিকদের সাথে গলা মিলিয়ে সরকার পেট্রল-ডিজেলের দামবৃদ্ধির কথা বলে। অথচ পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি রাজ্য সরকার একটাকা ও কেন্দ্রীয় সরকার তিন টাকা সেস আদায় করে। এই সেস তুলে নিলেই পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কোনও প্রভাবই পড়ত না। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের অজুহাতে এক টাকা সেস বসানো হয়েছে। আজ যুদ্ধ নেই, তবুও সেস আদায় চলছে। এ ব্যাপারে তৃণমূল-বিজেপিও নীরব। গণদাবী পত্রিকায় (৫৮ বর্ষ ৮ সংখ্যায়) আমরা হিসাব করে দেখিয়েছি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পেট্রল ও ডিজেল থেকে যে শুল্ক ও সেস আদায় করে তা তুলে নিলে পেট্রল ও ডিজেলের দাম অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু সরকার সেস, শুল্ক প্রত্যাহার করল না। সরকারের বক্তব্য, টাকা নেই। সরকারি টাকা কোথায় যায়, কীসে খরচ হয়, তা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে না। এই সরকারটা কি মালিকের না জনগণের ? সরকার যদি জনগণের হয়, তাহলে জনসাধারণের কাছে সরকারি টাকার হিসাব জানানো হবে না কেন ?

বেসরকারি বাসমালিকদের একচেটিয়া পরিবহন ব্যবসার সুযোগ করে দিতে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় পরিকল্পনামাফিক লোকসান ঘটানো হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমে (সি এস টি সি) রোজ ৪০০ বাস বসিয়ে রাখা হচ্ছে। বাস বসিয়ে রাখলে লোকসান তো হবেই। ইতিমধ্যেই বেশি যাত্রী হয় এমন রুটগুলো বেসরকারি মালিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একসময় কলকাতায় সরকারি বাসই ছিল একমাত্র পরিবহন। এখন সরকারি বাস খুঁজে বেড়াতে হয়। বিকল বাস সারাই না করে বসিয়ে রেখে ; পেট্রল, ডিজেল, ভাড়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক চুরি-দুর্নীতি বন্ধ না করে, বরং বলা ভাল, প্রশ্রয় দিয়ে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থাকে লোকসানের সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাসের ভাড়া বারবার বাড়িয়েও এই লোকসান বন্ধ করা যায়নি। কেননা, লোকসানের কারণ অন্যত্র। সরকার চায় লোকসান বাড়ুক। সরকারি ম্যানেজমেন্টের দ্বারা সৃষ্ট এই লোকসান দেখিয়েই রাজ্যের ৫টি সরকারি পরিবহন নিগমকে সংস্কারের হাড়িকাঠে পাঠাতে চলেছে সরকার, যার জন্য এডিবি এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলির সরাসরি বেসরকারীকরণ করছে আর রাজ্য সরকার লোকসান ঘটিয়ে বেসরকারীকরণ করছে। আবার লোকসানের অজুহাত তুলে বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছে।

জনগণ অসংগঠিত বলেই এই ধরনের অত্যাচার চলছে। প্রয়োজন পরিবহন যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে প্রতিবাদ করা। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানায় পরিবহন যাত্রী কমিটি গড়ে উঠেছে। স্থানীয় ক্লাবগুলিও এই কমিটিতে সামিল হয়েছে। প্রতিবাদের পথকেই তারা বেছে নিয়েছে। ফল পেয়েছে তারা। নামখানা-বকখালি রুটে মূলত লাক্সারি বাস চলে। ন্যূনতম ভাড়া করেছিল ৫ টাকা। যাত্রী কমিটি প্রতিবাদে সামিল হল। বয়কট অবরোধ চলল। মালিকপক্ষ এক টাকা ভাড়া কমাতে বাধ্য হল। বাসরুট ধরে এই ধরনের যাত্রী কমিটি গড়ে তোলা দরকার। এই কমিটির দাবি হতে পারে — ১) রাজ্য সরকারকে তেলের উপর থেকে ট্যাক্স ও সেস প্রত্যাহার করতে হবে, ২) কেন্দ্রীয় সরকারকে উপসাগরীয় যুদ্ধ সেস সহ সমস্ত সেস প্রত্যাহার করতে হবে, ৩) যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান না করেই ২০০২ সাল থেকে যে ৯ শতাংশ হারে বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে, তা বন্ধ করে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যে বা যাত্রী-কল্যাণে খরচ করতে হবে, ৪) রাস্তাঘাট সংস্কার করে পরিবহন খরচ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ৫) বাসের রেষারেষি বন্ধ করতে কমিশন নয়, বাসকর্মীদের জন্য স্থায়ী বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে, ৬) বাস থেকে পুলিশের তোলা আদায় বন্ধ করতে হবে। এই সমস্ত দাবির সঙ্গে স্থানীয় দাবিগুলি যুক্ত করে যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে প্রতিবাদ না জানালে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকবে। শুধু দৈনিক যাত্রীরাই নন, অনিয়মিত বাসে ওঠেন এমন জনগণও এলাকাভিত্তিক ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন। অন্যথায় পকেট কাটা বন্ধ হবে না।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মতাদর্শগত প্রচারের লক্ষ্যে শারদোৎসবে বুক স্টল

এবারের শারদ উৎসবে পার্টির উদ্যোগে রাজ্যে প্রায় ১৮০০টি বুকস্টল হয়েছিল। স্টলের সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে, নতুন নতুন জায়গায় দলের সাংগঠনিক বিস্তৃতির পথেই স্টলের এই সংখ্যা বৃদ্ধি। দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন, পুরুলিয়া থেকে মুর্শিদাবাদ-নদীয়া — সর্বত্রই বুকস্টলকে ভিত্তি করে এস ইউ সি আই-এর বই, পত্রপত্রিকা বেশি সংখ্যায় জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই মতাদর্শগত সংগ্রামকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিভিন্ন ধারাকেই শুধু নয়, এদেশে মার্কসবাদের নাম নিয়ে চলা মার্কসবাদের প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী বিভিন্ন শোধনবাদী ধারার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিশেষীকৃত উপলব্ধি হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে — যা না জানলে, হৃদয়ঙ্গম না করলে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন এগোতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও ভারতের বুকে তার বিশেষীকৃত প্রকাশ হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলে ধরা যেমন সঠিক বিপ্লবী দলের কর্তব্য তেমনি শ্রমিকশ্রেণীকেও এগিয়ে এসে এই আদর্শগত সংস্কৃতির প্রতিফলন জনগণ দেখতে পান তারই বা উৎস কী, জনমনে এই সমস্ত প্রশ্ন থেকেই এস ইউ সি আই-কে জানা বোঝার আগ্রহ বাড়ছে। কলকাতায় শুধু নয়, পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, মুর্শিদাবাদের কান্দি, মেদিনীপুরের শালবনী, উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুর — সর্বত্র 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি সংগ্রহ করার আগ্রহ যেমন ছিল লক্ষণীয়, তেমনি কমরেড শিবদাস ঘোষকে জানা বোঝার আকাঙ্ক্ষা থেকে বই নির্বাচন এবারের স্টলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা গেছে। জনগণের এই আগ্রহ বুঝেই এবার স্টলের পাশাপাশি কর্মীদের ভ্রাম্যমাণ টীম শহরে-গ্রামে-ট্রেনে ঘুরে ঘুরে মানুষের হাতে পার্টির বই পৌঁছে দিয়েছে। বিভিন্ন জেলার স্টল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি দলের নেতা-কর্মীরা তো বটেই, বহু কংগ্রেস সমর্থকও এবার এস ইউ সি আই-কে জানতে বই নিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'আপনারা কিছু করুন, আমাদের দল কিছু করবে না।'

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের স্টলে এক তরুণ কিছু বই নিলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'আমি এস এফ আই করি। সম্মেলনে গিয়েছিলাম। এত আড়ম্বর ভাল লাগে না। বেরিয়ে এসেছি, আপনাদের পার্টিটাকে জানতে চাই।' সালার থানা এলাকার সিপিএমের দুই পুরনো কর্মী স্টল থেকে বই কিনে বলেছেন, আপনারা আসুন, আমরা এস ইউ সি আই করব। বর্ধমানের কাঁকসা থানার রাজবাঁধ এলাকায়, কালনায় এই প্রথম স্টল দেওয়া হয়। উখরার বাকোলা কোলিয়ারিতেও হিন্দি বই ভাল সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, ডালখোলা, রায়গঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় স্টল হয়েছে। বুনিয়াদপুরে এবছর প্রথম স্টল হয়। মালদার ইংলিশবাজার, চাঁচল, গাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন এলাকাতেই স্টল হয়েছে। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহারে স্টলের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি বই বিক্রিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশি। হুগলির হরিপাল, চুঁচুড়া, হাওড়ার বালি, বেলুড়, উলুবেড়িয়া, বীরভূমের সাঁইথিয়া থেকে অণ্ডাল, মল্লারপুর, বোলপুর সর্বত্রই স্টলে ভাল সাড়া পড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধিকাংশ শহর ও পঞ্চায়েত এলাকায় স্টল ও ভ্রাম্যমাণ টীমের মাধ্যমে বই বিক্রি হয়েছে। মধ্য কলকাতায় ভ্যানরিকশার উপর সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ স্টল, শিয়ালদহ-হাওড়াতে ট্রেনগুলিতে ভ্রাম্যমাণ টীমের মাধ্যমে ভাল সংখ্যায় বই বিক্রি হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণার কয়েকটি স্টলে বাংলাদেশ থেকে আগত দর্শনার্থীরা বই কিনেছেন। পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভাল সংখ্যায় বই বিক্রি হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের স্টলে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজনদের বই কিনতে দেখা গেছে। হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা বইগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। সুদূর আন্দামানেও পার্টির স্টল হয়েছে।

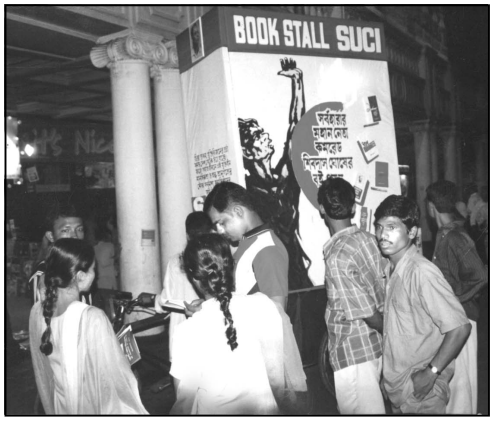

মধ্য কলকাতায় ভ্রাম্যমাণ বুক স্টল

হাতিয়ারটিকে ধরতে হবে তাদের মুক্তির প্রয়োজনেই। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে এই দর্শন তুলে ধরতেই দলের পক্ষ থেকে মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষ্যে, সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতাদের স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে যেমন স্টল করা হয়ে থাকে, তেমনি দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে, শারদ উৎসবে, শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা, জয়দেবের মেলা, কলকাতা বইমেলাতেও স্টল করা হয়।

এস ইউ সি আই দলকে জানা ও বোঝার আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে। কেন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটল, এ নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের সতর্কবাণী কী ছিল তা জানার আগ্রহ যেমন আন্তর্জাতিক স্তরেও বাড়ছে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে নানা দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলি যখন জোট গঠন করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে জনজীবনে সঙ্কটের বোঝা চাপাচ্ছে তখন একটার পর একটা ইস্যু নিয়ে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন জনমনে গভীর প্রভাব ফেলছে। পুলিশের মার খেয়েও এই দলের কর্মীরা লড়াই করার প্রেরণা কোথায় পায়, এই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে উন্নত

নজরুল ইসলামের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক — এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার নজরুল ইসলাম এরাজ্যে সিপিএমের অপশাসন সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তুলে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উচিত ছিল, নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যাসত্য উদ্‌ঘাটন করা। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 'অল আর বোগাস' বলে উত্তর এড়িয়ে গেলেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদকও অভিযোগ খণ্ডন না করে সিপিএমের দুষ্কর্মের বিরোধিতাকে 'কমিউনিজম বিরোধিতা' আখ্যা দিয়ে ও সাধারণ মানুষের বুরোক্র্যাসি বিরোধী সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে গা বাঁচাবার অপচেষ্টা করছেন। সিপিএম যেভাবে এরাজ্যে দলীয় স্বার্থে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, কমিটেড বুরোক্র্যাসি তৈরি এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দলীয় আজ্ঞাবহে পরিণত করা, ব্যাপক দুর্নীতি, ক্রিমিনালদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে ভোটে রিগিং করানো ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা নিকৃষ্ট বুর্জোয়া রাজনীতিরই পরিচায়ক। এর সাথে কমিউনিজমের মতো মহান আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই।"

জামিন না-পাওয়া মন্ত্রী রাইটার্সে বসে দম্ভোক্তি করছেন

কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মন্ত্রীত্বের গদিতে বসে জামিন না-পাওয়া, দীর্ঘদিন পুলিশের খাতায় ফেরার বলে চিহ্নিত একজন অভিযুক্ত যেভাবে দম্ভোক্তি করছেন, সেটা বোধহয় একমাত্র সি পি এম-শাসিত পশ্চিমবঙ্গেই সম্ভব।

"মুখ্যমন্ত্রী কথিত 'আইনশৃঙ্খলার মরূদ্যান' এ রাজ্যে আজ কত শত খুনি-ডাকাত-নারীধর্ষণকারী-নারী ও শিশু পাচারকারী এবং স্মাগলাররা নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনকী অভিযুক্ত ও ফেরার ঘোষিত হয়েও নির্বিকারে থানায় ওঠাবসা করছে, সেটা সকলেরই জানা। এরা ভোটে শাসক দলের রিগিং মেসিনারির প্রধান শক্তি, তাই এদের সাতখুন মাপ। এইভাবেই এ রাজ্যে আইন নিজের পথে চলছে এবং পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে !

"সি পি এম দলের এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক শাসন, বামপন্থা, গণআন্দোলন ও সুস্থ নাগরিক জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক।

"আমরা সর্বস্তরের জনগণকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।"

আহত সুখরামের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে

কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"অধিক যাত্রী পাওয়ার লালসায় দুই বাসের রেষারেষিতে একজন ছাতু বিক্রেতা গরিব সুখরামের বাঁ-হাত ছিঁড়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিল এরাজ্যে যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে !

"একদিকে সরকারি উদ্যোগে ভারতবর্ষের মধ্যে এরাজ্যে সর্বাধিক পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়েছে, অন্যদিকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দূরের কথা, মালিকদের অধিক লাভ ও কর্মচারীদের অধিক কমিশনের জন্য কমপিটিশন, ওভারটেক ও বেপরোয়া ড্রাইভিং-এ প্রায় প্রতিদিনই বেশ কিছু যাত্রী প্রাণ হারাচ্ছে ও আহত হচ্ছে। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নির্বিকার। আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি — ১) আহত সুখরামের সুচিকিৎসা, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ; ২) এই ঘটনার জন্য দায়ীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে ; ৩) বাস কর্মচারীদের জন্য কমিশন প্রথার পরিবর্তে স্থায়ী কাজ ও বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।"

কোচবিহার

পৃথক রাজ্য নয় চাকরির দাবিতে যুবকদের ধর্না

সমস্ত বেকারের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকারভাতা প্রদান, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণের দাবিতে এবং চাকরির পরীক্ষায় ফর্ম বাবদ অর্থ নেওয়ার ও রেশন কার্ড নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র কোচবিহার জেলা শাখা ৩০ সেপ্টেম্বর সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থানের ডাক দেয়। শতাধিক যুবকযুবতী এতে অংশ নেয়। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড কাজল চক্রবর্তী। এছাড়া কমরেডস্ নাজমা খন্দকার, বিমান দাস, গৌরাঙ্গ দেবনাথ, কৃষ্ণ বর্মন, গোপাল রায়, প্রদীপ রায়, হরিশঙ্কর রায় প্রমুখ যুব নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা জেলায় শিল্পসম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানমুখী শিল্প স্থাপনের দাবিতে গণআন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, কোচবিহারের জনগণের দুর্দশা দূর করার পথ হিসাবে যারা পৃথক রাজ্যের দাবি তুলছেন, তারা ভুল করছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিছক পৃথক রাজ্য গঠনের দ্বারা জনজীবনের মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তামাক, পাট প্রভৃতি কৃষিপণ্যকে ভিত্তি করে শিল্প স্থাপন, পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান, সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলে এক ফসলি জমিকে দু'ফসলি, তিন ফসলি করা, চা-বাগানে এবং সরকারি দপ্তরগুলিতে শূন্যপদে নিয়োগের দাবি জানান বক্তারা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in